বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।
সংবাদ প্রতিদিন, শুক্রবার ৪ এপ্রিল ২০২৫

এক ঝলক

সংঘের শশাঙ্ক মূর্তি নববর্ষে

■ **স্টাফ রিপোর্টার :** ঘটা করে রামনবমী পালনের মাধ্যমে বাংলায় শ্রীরামচন্দ্রের আসন পাতার লড়াই চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির। এবার বাঙালির নিজস্ব হৃদয় সম্রাট হিসাবে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ককে আসন দিতে উদ্যোগ শুরু করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। গোটা দেশে সুশাসনের প্রতীক হিসাবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র এবং ধর্ম যুদ্ধ ও শৌর্যের প্রতীক হিসাবে শিবাজি মহারাজকে উপস্থাপন করে থাকে আরএসএস। কিন্তু দেশের অন্যান্য অংশে সেই উদ্যোগ সফল হলেও ছাপ ফেলতে পারেনি পূর্ব ভারতে। যে কারণে অসমের বীর সেনাপতি লাচিত বরফুকনকে নায়ক হিসাবে প্রচারে জোর দিয়েছে গেরুয়া শিবির। একইভাবে বাংলায় বেছে নেওয়া হয়েছে গৌড়ের স্বাধীন রাজা শশাঙ্ককে। এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শশাঙ্ক-চর্চা শুরু করেছে সংঘ। আকবরের বদলে শশাঙ্ককেই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক বলে সওয়াল করা হয়েছে তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে। এবার শশাঙ্কের মূর্তি স্থাপনা ও ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা সংস্কার ভারতী। সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সম্পাদক নীলাঞ্জনা রায় জানাচ্ছেন, আগামী ৮ এপ্রিল ভারতীয় জাদুঘরে বৈশাখি আবাহন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ওই উৎসবে শিল্পী শীর্ষ আচার্যর নির্মিত শশাঙ্কের একটি আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হবে। পরবর্তীকালে মূর্তিটি রাখা হবে ইজেডসিসিতে। উল্লেখ্য উন্মোচনের পর এটিই হবে শশাঙ্কের প্রথম কোনও মূর্তি। ওই দিন শশাঙ্কের বীরগাথা ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলির কাহিনির ১২টি ছবি নিয়ে একটি ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করা হচ্ছে।

ফের শিয়ালদহে ট্রেন বাতিল

■ **স্টাফ রিপোর্টার :** দমদমে লাইনের কাজের জন্য আগামী শনিবার রাত ১১.৪০ মিনিট থেকে সাত ঘণ্টা ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে শিয়ালদহ ডিভিশনে। শনিবার রাতে শিয়ালদহ-ডানকুনি শাখায় ৩২২৪৯ ও ৩২২৫২ ট্রেন দুটি বাতিল করা হয়েছে। গভীর রাতে বাতিল বনগাঁ লোকাল (৩৩৮১৩, ৩৩৮২২০), হাবড়া লোকাল(৩৩৬৫১, ৩৩৬৫২০), এবং আটটি ডানকুনি লোকাল (৯৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮)। ওই রাতে নৈহাটি দিয়ে ঘুরপথে চলবে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস।

মোথাবাড়ি নিয়ে রিপোর্ট তলব

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** মালদহের মোথাবাড়ি ঘটনায় রাজ্যের পাশাপাশি, কেন্দ্রকে হলফনামা জমা দিতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। এনিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মোথাবাড়ির ঘটনায় রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য। এদিনের মামলায় কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল বলেন, চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। বেলডাঙার ঘটনা আমরা আদালতে জানিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার যে বলছে আমাদের ভূমিকা নেই, এটা ঠিক না। এটা খুব সিরিয়াস ইস্যু। তার প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ।

আইপিএসের পদোন্নতি

■ **স্টাফ রিপোর্টার:** ফের কয়েকজন আইপিএসের পদোন্নতি এবং দায়িত্ববৃদ্ধি করা হল। বৃহস্পতিবার নবান্নের তরফে এবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রাজ্যের ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি এডিজি থেকে ডিজি পদমর্যাদার উন্নীত হলেন পীযূষ পাণ্ডে। পাশাপাশি রণবীর কুমারকে ডিজি আইবি ইবি থেকে ডিজি ফায়ারে বদলি করা হল। অলোক রাজোরিয়া এবার ডিআইজি ট্র্যাফিকের পাশাপাশি এডিজি লিগালকে সহযোগিতা করবেন। পাশাপাশি শান্তি দাসকে কারা দপ্তরে বদলি করা হল।

নগদে হাতে নয়, সিদ্ধান্ত বন দপ্তরের

মউলিদের ব্যাঙ্কে মধু বিক্রির টাকা

দেবব্রত মণ্ডল

বারুইপুর : অবশেষে দীর্ঘদিনের প্রথা ভাঙতে চলেছে এ বছর। নতুন মরশুমে মধু সংগ্রহ শুরু হলে তা বিক্রির পর সেই টাকা মিলবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এতদিন যা মউলিরা পেতেন হাতে হাতে। নগদে দিয়ে দেওয়া হত তাঁদের। ব্যাঙ্কে টাকা ঢোকার খবরে অনেকেই এটাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তবে আশঙ্কার কথাও প্রকাশ করেছেন অনেক মধু সংগ্রহকারী।

এতদিন বনদপ্তরের নিয়ম ছিল, সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করার পর সেই মধু বিক্রি করতে হত বনদপ্তরের কাছেই। নির্দিষ্ট রেঞ্জ অফিস থেকে অনুমতিপত্র নেওয়ার পর সেই রেঞ্জ অফিসেই আবার নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে এসে সমস্ত সংগ্রহকৃত মধু ওজন করে মেপে তা জমা করে যেতে হত। সরকার নির্ধারিত দামে যা টাকা হত, হিসাব করে রেঞ্জ অফিস থেকেই হাতে হাতে মিলে যেত। নগদে টাকা পেয়েই বাড়িতে নিয়ে দরকারি কাজকর্ম মিটিয়ে ফেলতেন ওই সমস্ত মধু সংগ্রহকারীরা। পরে আবার দ্বিতীয় দফার মধু সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু করতেন প্রথম দফার মধু বিক্রির টাকা থেকে। ফলে বিষয়টা অনেকটাই সুবিধাজনক ছিল বলে মনে করছে মধু সংগ্রহকারীদের একাংশ। এ বিষয়ে মধু সংগ্রহকারী মনোরঞ্জন জোয়ারদার বলেন, "আগে আমরা মধু সংগ্রহ করতে একটি নৌকায় যতজন মধু সংগ্রহকারী থাকতাম, সকলে মিলে নৌকায় বসে টাকা ভাগ করে নিতাম। তারপর বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসপত্র এবং পরবর্তীতে পুনরায় মধু সংগ্রহ করতে যাওয়ার জন্য কিছু টাকা রেখে দিতাম। এর ফলে নগদে হওয়ায় অনেক সুবিধা হচ্ছিল। এবার থেকে আর নগদে পাওয়া যাবে না শুনলাম। এর ফলে ব্যাঙ্কের টাকা কত দিনে পড়বে সেটাও বুঝে উঠতে পারছি না। যদি দেরি হয় তা হলে পরেরবার মধু সংগ্রহ করতে গিয়েই সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে অর্থের কারণে। মধু নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে না পারলে সেই মধু আর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না গোটা মরশুমে।"

ইতিমধ্যেই বনদপ্তরের বিভিন্ন রেঞ্জ অফিসে ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের জেরক্স কপি এবং অ্যাকাউন্ট নম্বরের ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। মূলত ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন যত মধু সংগ্রহ করবে সমস্ত টাকা তাদের অর্থাৎ মধু সংগ্রহকারীদের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে বেশ কিছু। যেহেতু মধু সংগ্রহকারীরা যে রেঞ্জ অফিসের মধু সংগ্রহ করে জমা দিয়ে যায় সেখান থেকে তাঁরা আর কোন টাকা পাবেন না। টাকার জন্য তাঁদের কর্পোরেশনের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে।

মধু সংগ্রহকারী তপন রপ্তান বলেন, "যদি কোনও কারণে টাকা পেতে অসুবিধা হয়, আমরা কোথায় যোগাযোগ করব। কীভাবে সেই টাকা উদ্ধার করতে পারব তা-ও তো বুঝতে পারছি না। রেঞ্জ অফিস ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন এই টাকার দায়দায়িত্ব তাঁদের নেই। তাঁরা শুধু মধু ওজন করে কত দাম হবে সেটাই লিখে তাঁদের হাতে একটা কাগজ দেবেন। বাকি টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যেই চলে আসবে। তবে সুবিধা হল টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ডাকাতদের খপ্পরে পড়তে হত মধুর নৌকাগুলোকে। সেই সমস্যা থেকে হয়তো কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে।" গত মরশুমে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করার পর বন দপ্তরের অফিসগুলোতে মধু জমা দিয়ে ২৩৪ টাকা প্রতি কিলোয় দাম পেয়েছেন মধু সংগ্রহকারীরা। দাম বাড়লে নগদ টাকা যে হাতে মিলবে না, তা বোঝা যাচ্ছে এখনই।

'রেফার' রোগ দূর করতে সক্রিয় নির্বাচন কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্য স্তর থেকে ঘন ঘন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের 'ফরোয়ার্ড করা'-র রোগ দূর করতে নির্দেশ দিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বৃহস্পতিবার সকালে দেশের সকল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে ভিডিও বৈঠক করেন কুমার। সেই বৈঠকেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। কমিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, এতদিন যেভাবে রাজ্যস্তরে জমা পড়া যে কোনও অভিযোগ কথায় কথায় দিল্লিতে 'রেফার' করার রীতি চলে আসছে, তা বন্ধ করে রাজ্য স্তরেই অধিকাংশ অভিযোগের ফয়সালা করতে হবে বলে এদিন ভিডিও বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তাঁর নির্দেশ, অভিযোগ শুনে তৎক্ষণাৎ সব কিছু খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করতে হবে সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও-কেই। পাশাপাশি প্রতিমাসে জেলাশাসক ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে তৃণমূল স্তরের সমস্যাগুলি সমাধান করতে সচেষ্ট হওয়ার বার্তাও এদিন দিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। উল্লেখ্য, এদিনই রাজ্য প্রশাসনিক কর্তা হিসাবে তাঁর উপর বর্তানো দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন মনোজ আগরওয়াল। রাজ্যের পক্ষ থেকে ভিডিও বৈঠকে অংশও নেন তিনি। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য দিল্লি যাচ্ছেন আগরওয়াল। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর দিল্লির মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দেখা করাটা প্রচলিত রীতি। তবে এই সফরে ভোটার তালিকা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ এবং নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা ও বসিরহাট লোকসভা আসনের উপনির্বাচন নিয়ে আলোচনার হওয়ার কথা রয়েছে বলে খবর। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে হাওড়া ও বালি পুরসভার নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মালদহের মোথাবাড়িতে হামলার প্রতিবাদে কাঁথির রূপশ্রী বাইপাস থেকে পোস্ট মোড় পর্যন্ত পদযাত্রায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার।

ওষুধ-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবি নিয়ে এসইউসির মিছিল। কলকাতায় বৃহস্পতিবার।

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বাড়ছে গরম, ৩০ এপ্রিল থেকে ছুটি পড়ছে স্কুলে

স্টাফ রিপোর্টার : মার্চের শেষ থেকেই প্রবল গরম পড়ে গিয়েছে। তা আরও বাড়বে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। এবার তাই গরমের ছুটি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এবার গরমের ছুটি পড়বে ৩০ এপ্রিল। আগে গরমের ছুটি পড়ত মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য এবার তা এগিয়ে আনা হল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেহেতু গরম বেশি, বাচ্চাদের কষ্ট হয়, তাই এই সিদ্ধান্ত। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য ছুটি এগিয়ে আনা হল।'' এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মুখ্যমন্ত্রীকে ছুটি এগিয়ে আনার কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেহেতু গরমটা বেশি তাই ৩০ এপ্রিল থেকেই প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে গরমের ছুটি পড়ে যাবে। এর মধ্যে ১০ এপ্রিল মহাবীর জয়ন্তী, ১৪-১৫ পয়লা বৈশাখ, অনেকগুলি রবিবার আছে। তাই ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ১২-১৩ দিন ছুটি থাকবে।''

ব্রাত্য দুর্নীতি করেনি, করেছে পার্থ : শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাত্য বসুর আমলে শিক্ষক নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন ব্রাত্য বসু। সেইসময়ও এসএসসি ও প্রাথমিকে নিয়োগ হয়েছে। পরে ২০১৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর এসএসসি ও প্রাথমিকে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল করার পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে হয়েছে। ব্রাত্য বসু তাঁর আমলে কোনও দুর্নীতি হতে দেননি। সেসময় চিত্তরঞ্জন মণ্ডল এসএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনিও কোনও দুর্নীতি হতে দেননি। তাই ব্রাত্য ও চিত্তরঞ্জনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই শিক্ষামন্ত্রী হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করেন।'' এসএসসি ও প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ গত প্রায় তিন বছর জেলে রয়েছেন। তবে জেলে যাওয়ার আগেই পার্থর হাত থেকে শিক্ষা দপ্তর চলে গিয়েছিল। তাঁর জায়গায় ফের শিক্ষামন্ত্রী হন ব্রাত্য বসু। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল এসএসসির চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

বিধাননগরে টেট বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বিধাননগর : নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ২০২২ সালের প্রাথমিকের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। আন্দোলনকারীরা বিকাশ ভবনের সামনে জমা হলে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। এর পরই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বিধাননগর পুলিশের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় তাঁদের। প্রার্থীদের বক্তব্য, ২০১৭ সালের পর দীর্ঘ ৫ বছরের ব্যবধানে ২০২২ সালের টেট পরীক্ষা হয়। আমরা উত্তীর্ণ হই। কিন্তু ২০২৫ সালে এসেও আমরা নিয়োগ থেকে বঞ্চিত।

ছবি ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার, বারাকপুর: এক হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, আরেক হাতে কার্তুজ! পায়ের উপরও রাখা হয়েছে আরও দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। সম্প্রতি ভাটপাড়ায় শুট আউট ও বোমাবাজির ঘটনার মাঝেই পার্শ্ববর্তী নৈহাটির বাসিন্দা এক যুবকের এই ছবি সম্প্রতি সোশাল মাধ্যমে ভাইরাল হতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

● **রসালো** গরম পড়তেই পাতিলেবুর চাহিদা তুঙ্গে। বেড়েছে দামও। কলকাতার একটি বাজারে বৃহস্পতিবার ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সাহা।

হাঁস-মুরগির দুই অ্যান্টিবায়োটিক থেকে মানব শরীরে ক্যানসার!

দুই অ্যান্টিবায়োটিক নিষিদ্ধ, ড্রাগ কন্ট্রোলকে কড়া নির্দেশ

- 'ক্লোরামফেনিকল' এবং 'নাইট্রোফিউরানস' —এই দুই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় পশুপাখিদের চিকিৎসায়।
- অবিলম্বে রাজ্যকে তার ব্যবহার বন্ধ করতে বলল সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন।
- মুরগির ডিম, মাংস থেকে এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশ করছে মানব শরীরে।
- যার ফলে বাড়ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। ভবিষ্যতে কোনও গুরুতর সংক্রমণ হলে মানব শরীরে আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না।
- নাইট্রোফিউরানস মানবদেহে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

স্টাফ রিপোর্টার: দু'টো অ্যান্টিবায়োটিককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। 'ক্লোরামফেনিকল' এবং 'নাইট্রোফিউরানস' এই দুই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় পশুপাখিদের চিকিৎসায়। সার্কুলার জারি করে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন জানিয়ে দিল, রাজ্যে 'ফুড প্রোডিউসিং অ্যানিম্যাল বা গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-মাছের দেহে এই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না।

সার্কুলার চলে এসেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তারা জানিয়েছেন, ফুড প্রোডিউসিং অ্যানিম্যাল অর্থাৎ যাদের মাংস দুধ ডিম বা অন্যান্য পণ্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাদের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে বারণ করা হয়েছে।

ভেটেরিনারি চিকিৎসকরা জানান, হাঁস-মুরগির শরীরে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ হলে ব্যবহৃত হত ক্লোরামফেনিকল। সামান্য পরিমাণে দিলেই তা উচ্চ কার্যকারিতা দেখাত। স্বাভাবিকভাবেই যাঁরা হাঁস-মুরগি পালন করেন তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিল এই অ্যান্টিবায়োটিক। অন্যদিকে পশুপাখির শরীরে ডায়েরিয়া আন্ত্রিক জাতীয় সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যবহৃত হয় নাইট্রোফিউরানস। পশুপাখির ত্বকের সংক্রমণও ঠেকাত তা। কিন্তু এই দুই অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে বলেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন।

যে পশুপাখিতে এসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় তাদের ডিম-মাংস খায় আমজনতা। হাঁসের ডিম-মুরগির মাংসের মধ্য দিয়ে এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশ করছে মানব শরীরেও। ভাইরোলজিস্ট সিদ্ধার্থ জোয়ারদার জানান, গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই দুই অ্যান্টিবায়োটিক মানব শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার ঠেকাতে পৃথিবীজুড়েই চলছে গবেষণা। পশুপাখির শরীরে এমন অ্যান্টিবায়োটিক খাবারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে মানব শরীরে। সিদ্ধার্থ জোয়ারদারের বক্তব্য, "এই ধরনের মাংস-ডিম অতিরিক্ত গ্রহণ করলে মানব শরীরের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মাংস-ডিমের মধ্য দিয়ে মানব শরীরেও প্রবেশ করছে অ্যান্টিবায়োটিক। চিন্তার বিষয়, ভবিষ্যতে গুরুতর সংক্রমণ হলে মানবদেহে আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না।'' নাইট্রোফিউরানস মানব শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। নষ্ট করতে পারে লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা। অবিলম্বে নিরাপদ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে বলেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল সংস্থা।

চক্রের মাথাকে আড়াল করতে মাদকের টোপে অস্ত্র পাচার, ধৃত

স্টাফ রিপোর্টার : মাদকের টোপ দিয়ে অস্ত্র পাচার। মাদকাসক্তদের ব্যবহার করে এবার অস্ত্র পাচার শুরু করেছে চক্রের মাথারা। অস্ত্র বহনকারী মাদকাসক্তরা পাচার চক্রের ব্যাপারেও বিশেষ কোনও তথ্য জানবে না। ফলে চক্রের মাথাদের সন্ধান পাওয়াও অসুবিধাজনক হবে। এমনকী, অস্ত্র বহনের 'পুরস্কার' হিসাবে টাকা ছাড়াও চক্রের মাথারা তাদের হাতে মাদক তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে, এমনও খবর এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার হয় এক অস্ত্র পাচারকারী। জেরা শুরুর পর গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে, হাসান শেখ নামে ওই যুবক মাদকাসক্ত। এর পরই তাকে জেরা করে মাদক পাচারকারীদের ব্যবহার করে অস্ত্র পাচারের তথ্য গোয়েন্দাদের সামনে আসে।

পুলিশ জানিয়েছে, হাসান শেখ নামে ওই অস্ত্র পাচারকারী মালদহের কালিয়াচকের শ্রীরামপুর এলাকার নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। গত ১৭ মার্চ ভোরে শিয়ালদহ স্টেশনে ব্যাগ নিয়ে নামে হাসান। খবর পেয়ে এসটিএফের গোয়েন্দারা শিয়ালদহ স্টেশনে হানা দেন। উদ্ধার হয় ৬টি মুঙ্গেরি অস্ত্র। সেগুলির মধ্যে ছিল দু'টি রিভলভার, চারটি ৭ এমএম পিস্তল, সঙ্গে একটি করে মোট চারটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, দুই রাউন্ড ৮ এমএম কার্তুজ ও ৬ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ। ধৃতকে নিজেদের দপ্তরে নিয়ে এসে জেরা করতে শুরু করেন এসটিএফের গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, জেরা করার সময়ই তাঁরা দেখেন, অসুস্থ বোধ করছে অভিযুক্ত। জেরার সময় অসংলগ্ন কথাও বলছে। প্রথমে গোয়েন্দারা মনে করেন যে, জেরা এড়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই আচরণ করছে সে। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে এসটিএফ আধিকারিকদের জানান যে, ওই ব্যক্তি মাদকাসক্ত। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা তাকে প্রথমে যতটা সম্ভব জেরা করেন। কিন্তু মাদকের অভাবে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করার পর তার পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গোয়েন্দারা তাকে আদালতে তোলেন। তাকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। জেলের হাসপাতালে তার চিকিৎসাও হয়। জেলে গিয়ে এসটিএফের গোয়েন্দারা তাকে জেরাও করেন।

গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, তখনই তাঁরা জানতে পারেন যে, এখন কীভাবে অস্ত্র পাচার চক্রের মাথারা হাসানের মতো মাদকাসক্তদের কাজে লাগাচ্ছে। হাসানকে মালদহ থেকে পাঠানো হয়েছিল বিহারের খাগাড়িয়ায়। সরাসরি মুঙ্গেরে না গিয়ে সেখান থেকেই সে অস্ত্র নিয়ে আসে। ৬টি অস্ত্র ও বুলেট পাচারের জন্য তাকে কয়েক হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গোয়েন্দারা জেনেছেন, মাদক কেনার লোভে হাসান অস্ত্র পাচার করতে রাজি হয়েছিল। আবার কিছু ক্ষেত্রে অস্ত্র পাচার চক্রের মাথারা পাচারকারীদের হাতে সরাসরি হেরোইন বা ব্রাউন সুগার তুলে দিচ্ছে, এমন তথ্যও গোয়েন্দা পুলিশের হাতে এসেছে। সেই সূত্র ধরে মালদহের দুই যুবক মোবারক হোসেন ওরফে সাহেব শেখ ও অব্রাহাম শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়।

একাধিক দাতার মুখে নাম

কিডনি চক্রে এবার নজরে নেফ্রোলজিস্ট

স্টাফ রিপোর্টার, বারাসত: কিডনি পাচারের অভিযোগের তদন্তে নেমে কলকাতার একজন নেফ্রোলজিস্টের নাম একাধিক দাতার থেকে জানতে পেরেছিল অশোকনগর থানার পুলিশ। এবার তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন বছর ১০-১২ আগেও সেই নেফ্রোলজিস্টের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল কলকাতা পুলিশের একটি থানা। কিন্তু আইনের ফাঁকে গলে সেবারের মতো পার পেয়ে গিয়েছিলেন গুণধর সেই চিকিৎসক। সেই চিকিৎসককে এবার চারিদিক থেকে ঘিরতে আইনের শক্ত জাল বুনতে শুরু করেছেন বারাসত জেলা পুলিশের দুঁদে কর্তারা। তাই একটি নয়, অশোকনগরের কিডনি বিক্রির আরও দু-তিনটি মামলা রুজু করতে চলেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, যার অভিযোগের ভিত্তিতে অশোকনগর থানার পুলিশ কিডনি পাচারের তদন্ত শুরু করেছে, তাঁর স্ত্রীর কিডনি দানের ক্ষেত্রে জেলাস্তর থেকে 'নট রেকমেন্ড' হওয়া সত্ত্বেও মাঝখান থেকে অদৃশ্য হাতের অঙ্গুলিহেলনে তা 'রেকমেন্ড' হয়ে গিয়েছিল। একইভাবে সুদখোর শীতলের চাপে একাধিক কিডনি বিক্রেতাও জেলাস্তরে 'নট রেকমেন্ড' পরবর্তীতে সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে 'রেকমেন্ড' হয়েছিল। বিগত দেড়-দু'বছরে বারাসত মহকুমা এলাকায় কমবেশি ২৫ জন কিডনি দান করতে চান বলে জেলাস্তরে আবেদন করেছিলেন। সূত্রের খবর এর মধ্যে প্রায় ১৫টি 'নট রেকমেন্ড' হয়েছিল জেলাস্তর থেকে। এর মধ্যে কটি সর্বোচ্চ স্তরে 'রেকমেন্ড' হয়েছিল, তাতে সেই নেফ্রোলজিস্টের কোনও ভূমিকা ছিল কি না তাও ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। বারাসত জেলা পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খরিয়া জানিয়েছেন, ''তদন্ত চলেছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদের বয়ান যাচাই চলছে।''

৫ই কর্মবিরতির ডাক সংগ্রামী যৌথমঞ্চের

স্টাফ রিপোর্টার: ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় আগামী শনিবার কর্মবিরতির ডাক দিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। একই সঙ্গে যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করতে রাজ্য সরকারের উপর চাপ তৈরির জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিতভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সকালে দেশের শীর্ষ আদালতের রায় সামনে আসতেই হাহাকার নেমে এসেছে চাকরিহারা ২৫ হাজার ৭৫৩ জন এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে। এই রায়ের প্রেক্ষিতে কেউ যেন হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেন, সেই আর্জি জানিয়ে সংগ্রামী যৌথমঞ্চর আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, ''আবেগের বশে কোনও হটকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না। লড়াইয়ের পথ এখনও খোলা আছে। মিরর ইমেজ থেকে যোগ্য ও অযোগ্য বাছাই করা হোক। প্রয়োজনে চাকরিহারা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নবান্নের সামনে ধরনায় বসুন। আমরাও থাকব আপনাদের পাশে।'' শনিবার কর্মবিরতির ডাক দিয়ে ভাস্করবাবু বলেন, ''আন্দোলন ছাড়া সরকার তালিকা প্রকাশ করবে না। এখনও সময় আছে, আন্দোলনে নামুন।'' আগামী ৭ এপ্রিল চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাস্করবাবু বলেন, ''আমরা আশা করব মুখ্যমন্ত্রী ওই বৈঠকে দুটি তালিকা নিয়ে যাবেন। একটি যোগ্যদের অন্যটি অযোগ্যদের।''

খেলেন মোমো-ম্যাগি, পাহাড়ি পরিবারের দুর্ভোগ দূর করে বসন্ত আনতে চান বিরবাহা

ট্রেক করে সান্দাকফুতে বনকর্মীদের মুখোমুখি বনমন্ত্রী

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মানেভঞ্জনের পথচিত্রে, টুমলিং হয়ে খাড়া গিয়ে চড়েছে সান্দাকফু। সিঙ্গালিলা জাতীয় অরণ্যভূমির এই স্বর্গীয় পথের চুড়োর ঢাল প্রায় ৮০ ডিগ্রি। উচ্চতা ১২ হাজার ফুট। ওই পথ গাড়িতে যাওয়া মানে মৃত্যুর কিনারা ঘেঁষে যাওয়া। পানীয় জলের কষ্ট, রাস্তা খারাপ। তবু স্থানীয় জীবনযাপনে হাসির ছেদ নেই এতটুকু। ভূ-বৈচিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কষ্টের জীবনযাপনই আপন করে নিয়েছেন সেখানকার বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। মার্চের শেষে সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেক করে ওই বরফ পথ চড়ে তাঁদের কষ্টের জীবন দেখে এলেন বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা।

ফেরার পথে এক মিশ্র অভিজ্ঞতা মন্ত্রীর গলায়। বললেন, "যতটা অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে, তার থেকেও বেশি মন ভারী হয়ে আছে আমার সহকর্মীদের দেখে। এভাবে না গেলে বুঝতেই পারতাম না পাহাড়ের মানুষের মন কত সহজ-সরল। এত কষ্টের পরও সকলের মুখে হাসি, কী আন্তরিক! ওরা এরকমই থাকুক।" বিরবাহা তাঁদের সঙ্গে মোমো, ম্যাগিও খেয়েছেন। গল্পে গল্পে জেনেছেন কী তাঁদের দরকার, ওই প্রতিকূল পরিবেশে কোন কষ্ট লুকিয়ে তাঁরা দিন কাটান। দিয়ে এসেছেন নিজের ফোন নম্বরও। ফালুটে পারদ সান্দাকফুর থেকে বেশি নিচে। মন্ত্রীর কথায়, "অফিসারদের সামনে কর্মীরা ভয়ে থাকেন। অভাব-অভিযোগের কথা বলতে পারেন না। সেখানে তাঁদের মতো করেই আমায় তাঁরা দেখলে তাঁদের সাহস বাড়বে। আমি তাঁদের সমস্যার কিছু সুরাহা করতে পারলেও ভালো লাগবে।" তা বলে মোমো-ম্যাগি? "মন্ত্রী বলে যদি এলাহি আয়োজন করতে বসত, সকলে সেই রেশন তো সমতল থেকেই নিয়ে উঠতে হবে তাঁদের। আমার জন্য এলাহি আয়োজন, আর ওরা খাবে মোমো-ম্যাগি? এটা হয় না"— বললেন বিরবাহা।

মানেভঞ্জন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল হেঁটে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ওঠার পর বৃষ্টি। যা রেনকোট ছিল, সঙ্গীসাথীদের মধ্যে বিলিয়ে কুলোত না। শেষে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বাকি পথ গাড়িতে। ওই খাড়া পথ পরে যখন নামলেন তখন কিছু দূরে ধস নেমেছে। সেটা ঘুরে নামতে গিয়ে গাড়ি প্রায় ৯০ ডিগ্রি খাড়া হয়ে গিয়েছিল। "ওইরকম ভয়ংকর পথ। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। ভাবছিলাম ওই পথে আমার অফিসার, কর্মীরা প্রায় রোজই ওঠানামা করেন কীভাবে!"— বিস্মিত মন্ত্রী। এভাবে 'ফিল্ড ভিজিট' করতে গিয়ে এমন ট্রেক করে আগে কোনও বনমন্ত্রী সান্দাকফু ওঠেননি। নামার সময় আবার নেওড়াভ্যালির দিকে কিছুটা ঘুরে, ডাউহিল, বাগোড়া হয়ে নেমেছেন। সেই বাগোড়াতেই রাতে কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে আগুন পোহাতে পোহাতে গল্পে কেটে গিয়েছে সময়। কাছেই হাতে তৈরি কিছু জিনিস নিয়ে একটা বাজার বসে। ঘুরে দেখেছেন সেটাও। এমন 'কাছের লোককে' সুন্দর শাল উপহার দিয়েছে পাহাড়ের মানুষ। এমন পরিবেশে থাকার কষ্ট দূর করতে বিরবাহা যা ভেবেছেন, সেই তালিকায় বার্সের কাছে হাইকার বা ট্রেকারদের জন্য একটা রেস্ট হাউসও আছে। মন্ত্রী প্রকৃতির অন্তরের কথা বললেন। তাঁর কথায়, "সিঙ্গলিলা রেঞ্জের এই ভয়াবহ রাস্তাই এতকাল সুরক্ষিত রেখেছে। এর আকর্ষণটা চিরকাল থাকবে যদি পরিবেশটা এমনই থাকে।"

ফালুটে বনকর্মীদের সঙ্গে বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা।

আবার আগামীকাল